দৈনিক খবর

তারিখ 0 8 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

66

ক্যাম্পাসের ফুলার রোডে সন্ত্রাস

গুলী বিনিময়কালে ৩ জন স্কুল ছাত্রসহ ৪ জন আহত

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

দু'দল অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীর মধ্যে গুলী বিনিময়ের সময় গতকাল রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড এলাকায় তিনজন স্কুল ছাত্রসহ মোট চারজন আহত হয়েছে। আহত ছাত্রদের সকলেরই বয়স ১০ বছরের কম। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক।

এ ঘটনার পর স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বেলা ১০টার দিকে একটি মাইক্রোবাসযোগে একদল যুবক ঐ এলাকা অতিক্রম করার সময় পরপর দু'টি বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। একই সময়ে ঐ এলাকায় অবস্থানরত একদল অস্ত্রধারীর সাথে মাইক্রোবাসের যুবকদের কমপক্ষে আট রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়েছে। হালকা সবুজ রঙের এ মাইক্রোবাসটি বুয়েটের দিক থেকে এসে ভিসির বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরে নীলক্ষেত এলাকার দিক চলে যায়। এ গাড়ীটিতে রঙিন গ্লাস লাগানো ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

গুলী বিনিময়ের ঘটনার সময় উদয়ন বিদ্যালয় ও নীলক্ষেত প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আসা-যাওয়া করছিল। সকাল ১০টা বেজে ৫ মিনিটের সময় উদয়ন বিদ্যালয়ের নতুন ভবন ও শামীম সিকদারের বাংলোর মধ্যবর্তীস্থানে

২ এর পাতায় দেখুন

গুলী বিনিময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গোলাগুলী হয়। স্কুল ছাত্রছাত্রীরা এসময়ে ভয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে। সমগ্র ফুলার রোড এলাকার শিশু কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মাইক্রোবাসটির নম্বর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

গোলাগুলীর ও বোমাবাজির ঘটনায় একজন টোকাই ও তিনজন ছাত্রসহ মোট চারজন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনের শরীরে বুলেট পাওয়া গেছে। আহত ছাত্ররা হচ্ছে জনি পাল (৯) তাপস রায় (১০) ও মীর আহসান কবির (৯)। একই ঘটনায় আহত মর্জিনা (৮) নামের একজন টোকাইকেও ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে মীর আহসান কবির উদয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্র। বাকী দু'জন ছাত্র নীলক্ষেত হাইস্কুলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। মীর আহসান কবিরের বাসা নগরীর ইস্কাটন এলাকায়। জনি ও তাপস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন কর্মচারীর সন্তান। তারা ঐ এলাকায়ই থাকে।

এ ঘটনার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে। পুলিশের এসি সাউথ ((পেট্রোল) এরশাদের গাড়ীতে করে আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌছে দেয়াহয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবদমান দু'টি গ্রুপের যে কোন একটি গ্রুপ এ ঘটনা ঘটিয়ে মাইক্রোবাসযোগেপালিয়েগেছে।